بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনার ধারাবাহিকতায় খোদার তৌহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অসামান্য কর্মকাণ্ডের কিছু দিক

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

পৃথিবীতে সমস্ত নবী-রসূল খোদার তৌহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছেন এবং তাঁরা নিজেদের জাতিকে এরই শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাদের আগমনই হয়েছে মানুষের মাঝে একত্ববাদের চেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)ও খোদা তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভ করে একত্ববাদকে গ্রহণের জন্য যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করেছেন আর তিনি স্বয়ং এর উত্তম বাস্তব দৃষ্টান্তছিলেন যার ফলে তাঁর জাতির লোকদের ওপর এর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি পড়েছিল। তাঁর (সা.) দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল, যেভাবে অন্যান্য জাতি নিজেদের নবীগদের স্থানকে সিজদাস্থল বানিয়েছে সেভাবে তাঁর উম্মতের লোকেরা যেন এতে লিপ্ত না হয়।

হুযূর (আই.) বলেন, পবিত্র কুরআন বিভিন্ন আঙ্গিকে বারবার একত্ববাদের শিক্ষা প্রদান করেছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا نُوۡحِیۡۤ اِلَیۡهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدُوۡنِ অর্থাৎ, **"আর আমরা তোমার পূর্বে যে রসূলই পাঠিয়েছি তার প্রতি আমরা (এই বলে) ওহী করতাম, 'নিশ্চয় আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অতএব, আমারই ইবাদত করো।"**

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের শেষভাগে বলেন, قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ ۔ وَ لَمۡ یَكُنۡ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ **"তুমি বলো! তিনি আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভরস্থল। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি আর তাঁকেও কেউ জন্ম দেয় নি আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"** আল্লাহ্ তা'লা এখানে সব ধরনের শিরকের অপনোদন করেছেন। মহানবী (সা.)-এর প্রকৃতি এতটাই পবিত্র ছিল যে, একত্ববাদের ভালোবাসা তাঁর শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত করা হয়েছিল।

হুযূর আনোয়ার বলেন: এখন আমি মহানবী সা.-এর জীবনচরিত্রের কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপন করছি।

হযরত উম্মে আয়মান (রা.) বর্ণনা করেন, **বুওয়ানা** এমন একটি প্রতিমা ছিল যাকে কুরাইশরা অনেক সম্মান করত আর এর কাছে উপস্থিত হয়ে কুরবানী করত এবং সেখানে এতেকাফ করত। আবু তালেবও তার সম্প্রদায়ের সাথে সেখানে যেতেন আর মহানবী (সা.)-কে সাথে নিয়ে যেতে চাইতেন, কিন্তু তিনি (সা.) যেতে অস্বীকার করতেন। একবার তাকে জোর করে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি প্রচণ্ড ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ফেরত চলে আসেন আর বলেন, **আমি সেখানে গিয়ে এক আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখেছি। যখনই আমি মূর্তির কাছে যাচ্ছিলাম তখন দেখি এক সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি চিৎকার করে বলছে, হে মুহাম্মদ (সা.)! দূরে সরে যাও আর এ মূর্তিকে স্পর্শ কোরো না।**

নবুয়ত লাভের পূর্বে এক অদ্বিতীয় খোদার ইবাদতের জন্য তিনি (সা.) হেরা গুহায় যেতেন, যা মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। বর্তমানে একে **জবল-এ-নূর** বলা হয়। মহানবী (সা.) যখন চল্লিশ বছরে পদার্পণ করলেন, একদিন জিবরাঈল (আ.) আবির্ভূত হলেন এবং তাঁর ওপর সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হলো। প্রথম ওহী লাভের পর থেকেই তিনি (সা.) লোকদেরকে একত্ববাদের দিকে আহ্বান করা শুরু করেন এবং শিরকের বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রদান করতে থাকেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, সত্য প্রকাশের জন্য আমাদের নবী (সা.) ছিলেন একজন মহান সংস্কারক (মুজাদ্দিদে আযম), যিনি বিলুপ্ত সত্যকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছেন। এই গৌরবে আমাদের নবী (সা.)-এর সাথে অন্য কোনো নবী অংশীদার নন। তিনি (সা.) সমগ্র বিশ্বকে এক অন্ধকারের মাঝে পেয়েছিলেন, অতঃপর তাঁর (সা.) এর আবির্ভাবের ফলে সেই অন্ধকার আলোতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। যে জাতির মাঝে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ইন্তেকাল করেননি যতক্ষণ না সেই পুরো জাতি শিরকের পোশাক ত্যাগ করে তওহীদের লেবাস পরিধান করেছে। শুধু তাই নয়, বরং সেই লোকেরা ঈমানের উচ্চতর মকামে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তাদের থেকে সত্যনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ইয়াকিনের এমন সব কাজ প্রকাশ পেয়েছে যার নজির পৃথিবীর অন্য কোনো অংশে পাওয়া যায় না। এই সাফল্য এবং এই পর্যায়ের সফলতা মহানবী (সা.) ব্যতীত অন্য কোনো নবীর ভাগ্যে জোটেনি। মহানবী (সা.) -এর নবুয়তের ওপর এটিই একটি বড় দলিল যে, তিনি এমন এক সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন যখন যুগ চরম অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। অতঃপর তিনি এমন সময়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে তওহীদ এবং সঠিক পথ অবলম্বন করে নিয়েছিল। নিঃসন্দেহে আমাদের নবী (সা.) আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠার বিচারে ছিলেন 'আদমে সানি' (দ্বিতীয় আদম), বরং প্রকৃত আদম তো তিনিই ছিলেন যার মাধ্যমে এবং যাঁর ওসিলায় সমস্ত মানবিক গুণাবলি পূর্ণতা লাভ করেছে।

হুযূর (আই.) বলেন, পরিতাপ! বর্তমানে মুসলিম উম্মতও একত্ববাদের সেই মর্যাদাকে ভুলে বসেছে, যে ব্যাপারে মহানবী (সা.) আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। প্রকৃত একত্ববাদকে ভুলে যাওয়ার কারণে মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর প্রতিও সেই প্রকৃত ঈমান অবশিষ্ট নেই যা এক মুসলমানের থাকা উচিত। অতএব, মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুসারী হিসেবে আমাদের কাজ হলো, একত্ববাদকে অনুধাবন করা এবং নিজেদের মাঝে বিশেষ পরিবর্তন সাধন করা।

এখন ইবাদতের বিশেষ মাস রমযান চলছে। এ সময় আমাদের অধিক পরিমাণে চেষ্টা করা উচিত, দোয়া করা উচিত। তিনি (সা.) সমগ্র জীবনে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা-সাধনা করেছেন, আমরা যদি তাঁকে ভালোবাসার দাবি করি, তাহলে আমাদেরকেও তদ্রুপ চেষ্টা করে যেতে হবে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, কুরআন করিমে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন- হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি দুনিয়ার কোণায় কোণায় বসবাসকারী মানুষকে সতর্ক করো, তবে প্রথমে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করো; কারণ তোমার ওপর তাদের দ্বিগুণ অধিকার রয়েছে।

সে অনুযায়ী, মহানবী (সা.) এই আদেশ পালনার্থে মক্কার নিয়ম অনুযায়ী সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন। যখন মক্কাবাসীরা সমবেত হলো, তখন তিনি (সা.) তাদের বললেন: **দেখো! যদি আমি তোমাদেরকে বলি, পাহাড়ের ঐ পাশে তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনী দাঁড়িয়ে আছে, তোমরা কি আমার কথা মানবে?** তারা বলল: **কেন মানব না? অবশ্যই আমরা আপনার কথা মানব, কারণ আমরা আপনাকে সর্বদা সত্যবাদী হিসেবেই পেয়েছি।** এরপর তিনি (সা.) বললেন-**আমাকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। কাজেই, আমি তোমাদেরকে বলছি, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র আযাব থেকে সুরক্ষিত থাকতে চাও তাহলে আমাকে মান্য করো।** এটি শুনে তারা হাসিবিদ্রুপ করতে থাকে এবং তীর্যক কথা বলতে বলতে সেখান থেকে চলে যায়।

যখন কোনো নবী বা রসূল খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হন এবং তাঁর জামা'তকে মানুষ প্রতিশ্রুতিশীল, সত্যনিষ্ঠ, সাহসী ও প্রগতিশীল হিসেবে দেখতে পায়, তখন বিদ্যমান জাতি ও গোষ্ঠীগুলোর হৃদয়ে তাঁর প্রতি অবশ্যই এক ধরণের বিদ্বেষ ও হিংসা জন্ম নেয়... মহানবী (সা.)-এর সময়ে মুশরিক, ইহুদি এবং খ্রিস্টান আলেমদের সত্য গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল, বরং (তারা) ঘোর শত্রুতায় নেমে এসেছিল। ফলে তারা এই চিন্তায় লিপ্ত হলো যে, কীভাবে ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মিটিয়ে দেওয়া যায়। যেহেতু ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা সংখ্যায় অল্প ছিল, তাই তাদের বিরোধীরা মুসলমানদের অর্থাৎ সাহাবীদের সাথে চরম শত্রুতার আচরণ করেছিল।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, যখন বিরোধিতা তীব্র হয়ে উঠে এবং মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা.) মক্কার লোকদের কাছে আল্লাহ্ তা'লার এই বার্তা পৌঁছাতে শুরু করেন যে, এই বিশ্বের স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। সমস্ত নবী একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং নিজেদের স্বজাতিদেরও এই শিক্ষার দিকেই আহ্বান করতেন। অতএব, তোমরাও এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনো। এই পাথরের মূর্তিগুলো পরিত্যাগ করো; এগুলো সম্পূর্ণ নিরর্থক। তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ্‌র তৌহীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ফলে তোমাদের চিন্তাধারা কলুষিত হয়েছে এবং অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে? তোমরা হালালহারামের পার্থক্য ভুলে গেছ। ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পার না। নিজেদের মায়েদের অসম্মান করো। বোন ও কন্যাদের ওপর অত্যাচার করো এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার দাও না। স্ত্রীদের সাথে তোমাদের ব্যবহার উত্তম নয়। এতীমদের অধিকার হরণ করো এবং বিধবাদের সাথে খারাপ আচরণ করো। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় হলো, প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য প্রদান করা। নারীদের সম্মান করো এবং তাদের অধিকার প্রদান করো। এতীমদের আল্লাহ্ তা'লার আমানত মনে করো এবং তাদের খোঁজখবর নেওয়াকে সর্বোচ্চ পুণ্যের কাজ মনে করো। বিধবাদের সাহায্য করো।

অতঃপর যখন মক্কার লোকদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ বাড়তে আরম্ভ করে, তখন একদিন মক্কার নেতারা একত্র হয়ে আবু তালিবের কাছে আসে এবং বলে, আপনি আমাদের নেতা। আপনার সম্মানের কারণেই আমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে কিছু বলি না। এখন সময় এসেছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের। আপনি তাকে বুঝিয়ে বলুন, সে আমাদের কাছে কী চায়? যদি সে সম্মান বা ধন-সম্পদ অর্জন করতে চায়, তবে আমরা তা দিতে প্রস্তুত। যদি সে বিয়ে করতে চায়, মক্কার যে কোনো মেয়েকে সে পছন্দ করলে আমরা তাঁর সাথে তাকে বিয়ে

দিতে প্রস্তুত। আমরা শুধু চাই, সে যেন আমাদের প্রতিমাগুলোকে দোষারোপ করা বন্ধ করে। যদি সে আমাদের প্রস্তাব না মানে, তবে দু'টির একটি হবে। হয় আপনি আপনার ভাতিজাকে ত্যাগ করবেন, নয়তো জাতি আপনার নেতৃত্ব অস্বীকার করবে। আবু তালিব, মহানবী (সা.)-কে ডেকে তাদের কথা বললে তিনি (সা.) বলেন, **হে আমার চাচা! আমি আপনাকে বলি না যে, আপনি আপনার জাতিকে ছেড়ে আমাকে সঙ্গ দিন। কিন্তু এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র কসম! যদি তারা সূর্যকে আমার ডান হাতে এবং চন্দ্রকে আমার বাম হাতে এনে দেয়, তবুও আমি আল্লাহ তা'লার একত্ববাদের প্রচার থেকে বিরত হবো না। আমি আমার কাজ চালিয়ে যাবো, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে মৃত্যু দান করেন।** এই আন্তরিক ও দৃঢ় উত্তর আবু তালিবের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। তখন তিনি বলেন, হে আমার ভাতিজা! যাও, তোমার দায়িত্ব পালন করতে থাকো। জাতি আমাকে ত্যাগ করতে চাইলে করুক, আমি তোমাকে কখনও ত্যাগ করব না।

তওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে সব ধরনের জুলুম ও নির্যাতন সহ্য করেছেন। মক্কার কাফেরদের মতো আজও যেসব জাতির মধ্যে এই মন্দ স্বভাবগুলো রয়েছে, তা তওহীদ থেকে দূরে থাকার কারণেই। আমাদের কর্তব্য হলো, একত্ববাদের ঘোষণা অব্যাহত রাখা এবং এর পাশাপাশি নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থার মধ্যেও সুস্পষ্ট পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করা। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের এর তৌফিক দান করুন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তক

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) রচিত দুইটি অনন্যসাধারণ পুস্তকের বাংলা অনুবাদ নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে। **ইসমাত এ আম্বিয়া (নবীগণের পবিত্রতা)** এবং **আল্‌ ইস্তিফতা (বিবেকের কাছে প্রশ্ন)**। পুস্তক দুইটি সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট দফতর অথবা জেলা ইনচার্জদের সাথে যোগাযোগ করুন। জযাকুমুল্লাহ।

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)
27 February 2026
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in